কাসীদায়ে

শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ্ কাশ্মীরী

(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

AL HAQ MEDIA
আল হক মিডিয়া

সৌজন্যে

AL HAQ MEDIA

আল হক মিডিয়া

বইটিতে আলোচিত মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং যুগে যুগে ফলে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ

ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী
হিন্দু কতৃক বাংলাদেশ দখল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী
আমাদের দেশের একজন মুনাফিক নেতার নামের প্রথম ও শেষ অক্ষর সহ ভবিষ্যদ্বাণী যে কিনা এদেশকে মুশরিকদের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করবে
গাজওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী
তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এবং মানচিত্র থেকে আমেরিকা/ইংল্যান্ডের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী
ইমাম মাহদী (আলাইহিসসালাম) এর আগমনের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী

কাসীদায়ে শাহ্ নিয়ামতউল্লাহ

শাহ্ নিয়ামতউল্লাহ কাশ্মীরী (র)

কাসীদায়ে শাহ্ নিয়ামতউল্লাহ-এর সারমর্ম

কাসীদায়ে শাহ্ নিয়ামতউল্লাহ- বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত এক কাশ্‌ফ ও ইলহামের কাসীদা। জগতদ্বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল হযরত শাহ নিয়ামতউল্লাহ (র) আজ থেকে ৮৫২ বছর পূর্বে হিজরী ৫৪৮ সাল মুতাবিক ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন এ কাসীদা। কালে কালে তাঁর এ কাসীদার এক-একটি ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেছে আশ্চর্যজনকভাবে। মুসলিম জাতি বিভিন্ন দুর্যোগকালে এ কাসীদা পাঠ করে ফিরে পেয়েছে তাদের হারানো প্রাণশক্তি, উদ্দীপিত হয়ে ওঠেছে নতুন আশায়। ইংরেজ শাসনের ক্রান্তিকালে এ কাসীদা মুসলমানদের মধ্যে মহাআলোড়ন সৃষ্টি করে। এর অসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড কার্জনের শাসনামলে (১৮৯৯-১৯০৫) এ কাসীদা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফারসী ভাষায় রচিত হযরত শাহ নিয়ামতউল্লাহ (র)-এর এ সুদীর্ঘ কবিতায় ভারত উপমহাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বের ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। নিম্নে এ কাসীদার সারমর্ম প্রদত্ত হলো ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশে

১. এখানে তুর্কী মুঘলদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, ২. তাদের পতনের পর প্রতিষ্ঠিত হবে ভিনদেশী খ্রিস্টানদের রাজত্ব, ৩. তাদের শাসনকালে মহামারী আকারে প্লেগ এবং চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং এতে বহু প্রাণহানি ঘটবে, ৪. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু এখানে অঞ্চলে-অঞ্চলে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে স্থায়ী শত্রুতার বীজ বপন করে যাবে, ৫. ভারত বিভক্ত হয়ে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে, ৬. অযোগ্য লোকেরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে, ৭. মানুষের আইন-কানুনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা থাকবে না, ঘুষ, দুর্নীতি, অশ্লীলতা, জেনা, ব্যাভিচার, অরাজকতার সয়লাব সৃষ্টি হবে (উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ইতোমধ্যে হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে)। ৮. মুসলমানদের উপর বিধর্মীরা মহা যুলম ও অত্যাচার চালাবে, তাদের জানমালের কোন মূল্য থাকবে না, তাদের রক্তের সাগর বয়ে যাবে, ঘরে ঘরে কারবালার মত আহাজারী সৃষ্টি হবে, ৯. এরপর পাঞ্জাবের প্রাণকেন্দ্র মুসলমানদের দখলে আসবে, হিন্দুরা সেখান থেকে পালিয়ে

যাবে, ১০. অনুরূপ হিন্দুরা মুসলমানদের একটি বৃহৎ শহর দখল করে নিয়ে পাইকারীভাবে মুসলিম নিধন চালাবে, ১১. নামধারী এক মুসলিম নেতা এক জঘন্য চুক্তি স্থাপন করে হিন্দুদের সাহায্য করবে, ১২. এরপর দুই ঈদের মধ্যবর্তী এক সময়ে বিশ্ব জনমত হিন্দুদের বিপক্ষে চলে যাবে, ১৩. মুহররম মাসে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বীর বিক্রমে অগ্রসর হবে, ১৪. উসমান ও হাবীবুল্লাহ নামের দুই মহান নেতা মুসলিম ফৌজের নেতৃত্বে দিয়ে প্রচণ্ড লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ১৫. সীমান্তের মুসলিম বীরগণ বীরদর্পে ভারতের দিকে অগ্রসর হবে, ১৬. ওদিকে ইরানী, আফগান ও দক্ষিণা সেনাগণও সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে সমগ্র ভারতবর্ষ বিজয় করে বিজয় ঝাণ্ডা উড্ডীন করবে, ১৭. উপমহাদেশব্যাপী ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, ১৮. কোথাও দীন-ঈমান বিরোধী কোন তৎপরতা আর অবশিষ্ট থাকবে না, ১৯. ছয় অক্ষরবিশিষ্ট নাম যার প্রথম অক্ষর 'গাফ' এমন এক সুবিখ্যাত হিন্দু বণিক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম পক্ষে যোগদান করবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

১. রাশিয়া ও জাপানে প্রচণ্ড লড়াই হবে, ২. অবশেষে তাদের মধ্যে সন্ধি হবে কিন্তু তা স্থায়ী হবে না, ৩. জাপানে ভয়াবহ এক ভূমিকম্প হবে, ৪. ইউরোপে চার বছরব্যাপী এক মহাযুদ্ধ হবে (প্রথম মহাযুদ্ধ)। এতে এক কোটি ত্রিশ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটবে, ৫. প্রথম মহাযুদ্ধের ২১ বছর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবে, ৬. এর এক পক্ষে থাকবে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, চীন ও রাশিয়া, অপর পক্ষে থাকবে জার্মান, জাপান ও ইটালী, ৭. বিজ্ঞানীগণ এ যুদ্ধে অতি ভয়াবহ আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে, ৮. প্রাচ্যে বসে পাশ্চাত্যের কথা ও সঙ্গীত শ্রবণের যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে, ৯. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছয় বছর স্থায়ী হবে এতে জানমালের অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি হবে. ১০. দুনিয়াব্যপী যুলম-অত্যাচার, নগ্নতা, অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে (উপরোক্ত ভবিষ্যৎ বাণীসমূহ ইতোমধ্যে হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে)। ১১. পাশ্চাত্যের দাম্ভিক ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে সারা দুনিয়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তার চরম পরিণতি ভোগ থেকে তাদের নিস্তার নেই, ১২. তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। আলিফ অদ্যাক্ষরের দেশের (ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা হতে পারে) কোন চিহ্ন থাকবে না। কেবল ইতিহাসেই তার নাম অবশিষ্ট থাকবে, ১৩. খ্রিস্টশক্তির চূড়ান্ত পতন সাধিত হবে। তারা আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ১৪. এ সময় দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত হবেন হযরত মাহদী (আ)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١

پار ینه قصه شویم ازتازه هند گویم

آفاتِ قرن دویم که افتاد از زمانه

٢

صاحب قرانِ ثانی نیز آلِ گور گانی

شاهی کنند اما شاهی چون ظالمانه

٣

عیش ونشاط اکثر گیرد جگه بخاطر

کم میکنند یکسر آن طرز ترکیانه

٤

رفته حکومت ازشمال آید بغیر مهمان

اغیار سکه رانند ازضرب حا کمانه

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

১. পশ্চাতে রেখে এই ভারতের[১]
অতীত কাহিনী যত
আগামী দিনের সংবাদ কিছু
বলে যাই অবিরত।

২. দ্বিতীয় দাওরে[২] হুকুমত হবে
তুর্কী মুগলদের
কিন্তু শাসন হইবে তাদের
অবিচার যুলুমের।

৩. ভোগে ও বিলাসে আমোদে-প্রমোদে
মত্ত থাকিবে তারা
হারিয়ে ফেলিবে স্বকীয় মহিমা
তুর্কী স্বভাব ধারা।

৪. তাদের হারায়ে ভিনদেশী[৩] হবে
শাসন দণ্ডধারী
জাঁকিয়া বসিবে, নিজ নামে তারা
মুদ্রা করিবে জারি।

---

১. ভারত = ভারতীয় উপমহাদেশ।

২. দ্বিতীয় দাওর = ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়। শাহাবুদ্দীন মুহম্মদ ঘোরীর আমল (১১৭৫ খ্রি.) থেকে সুলতান ইবরাহীম লোদীর শাসনকাল (১৫২৬ খ্রি.) পর্যন্ত প্রথম দাওর এবং সম্রাট বাবুরের শাসনকাল (১৫২৬) থেকে ভারতে মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় দাওর গণ্য করা হয়েছে।

৩. ভিনদেশী = ইংরেজ।

৫

بعد آں شود چو جنگے باروسیاں وجاپاں

جاپان فتح یابد بر ملك روسیانه

৬

سرحد جدا نمایند از جنگ باز آیند

صلح کنند اما صلح منافقانه

৭

طاعون وقحط یکجا گردد به هند پیدا

پس مؤمناں بمیرند ہرجا ازیں بہانه

৮

یك زلزله که آید چوں زلزله قیامت

جاپاں تباه گردد یك نصف ثالثانه

৯

تاچار سال جنگے افتد به برّغربی،

فاتح الف بگردد بر جیم فاسقانه

৫. এরপর হবে রাশিয়া-জাপানে[৪]
ঘোরতর এক রণ
রুশকে হারিয়ে এ রণে বিজয়ী
হইবে জাপানীগণ।

৬. শেষে দেশ-সীমা নিবে ঠিক করে
মিলিয়া উভয় দল
চুক্তিও হবে, কিন্তু তাদের
অন্তরে রবে ছল।

৭. ভারতে তখন দেখা দিবে প্লেগ[৫]
আকালিক[৬] দুর্যোগ
মারা যাবে তাতে বহু মুসলিম
হবে মহাদুর্ভোগ।

৮. এর পর পরই ভয়াবহ এক
ভূ-কম্পনের[৭] ফলে
জাপানের এক-তৃতীয় অংশ
যাবে হায় রসাতলে।

৯. পশ্চিমে হবে চার সালব্যাপী
ঘোরতর মহারণ[৮]
প্রতারণাবলে হারাবে এ'রণে
'জীম'[৯]কে 'আলিফ'গণ[১০]।

---

৪. বিশ শতকের প্রারম্ভে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জাপান কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে পীত সাগর, পোর্ট অব আর্থার ও ব্লাডিভস্টকে অবস্থানরত রুশ নৌবহরগুলো আটক করার মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে রাশিয়া জাপানের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

৫. ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে প্রায় ৫ লাখ মানুষের জীবনাবসান হয়।

৬. ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মহাদুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। বংগ প্রদেশে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এই দুর্ভিক্ষ এবং এ থেকে উদ্ভূত মহামারীতে এ প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়। ১১৭৬ বাংলা সালে এই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় বলে তা ৭৬-এর মন্বন্তর নামে খ্যাত।

৭. ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে জাপানের টোকিও এবং ইয়াকোহামায় প্রলংকরী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

৮. ১৯১৪-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চার বছররধিকাল ধরে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৯. জীম = জার্মানী।

১০. আলিফ = ইংল্যান্ড।

১০

جنگ عظیم باشد قتل عظیم سازد

یك صد وسی ویك لك باشد شمارجانه

১১

اظهار صلح باشد چو صلح پیش بندی

بل مستقل نباشد این صلح درمیانه

১২

ظاہر خموش لیکن پہنا کنند سامان

جیم والف مکرر رو درمبارزانه

১৩

وقتیکه جنگ جاپاں باچیں فتاده باشد

نصرانیاں به پیکار آیند باهمانه

১৪

پس سالِ بست ویکم آغاز جنگ دویم

مهلك ترین اول باشد به جارحانه

১০. এ সমর হবে বহু দেশ জুড়ে
অতীব ভয়ঙ্কর
নিহত হইবে এতে এক কোটি
ত্রিশ লাখ[১১] নারী-নর।

১১. অতঃপর হবে রণ বন্ধের
চুক্তি[১২] উভয় দেশে
কিন্তু তা' হবে ক্ষণভঙ্গুর
টিকিবে না অবশেষে।

১২. নীরবে চলিবে মহাসমরের
প্রস্তুতি বেশুমার
'জীম' ও 'আলিফে' খণ্ড লড়াই
ঘটিবে বারংবার।

১৩. চীন ও জাপান দু'দেশ যখন
লিপ্ত থাকিবে রণে
নাসারা তখন রণ প্রস্তুতি
চালাবে সঙ্গোপনে।

১৪. প্রথম মহাসমরের শেষে
একুশ বছর পর
শুরু হবে ফের আরো ভয়াবহ
দ্বিতীয় মহাসমর।[১৩]

---

১১. বৃটিশ সরকারে তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় ১ কোটি ৩১ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে।

১২. ১৯১৯ সালে প্যারিসের ভার্সাই প্রাসাদে প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে 'ভার্সাই সন্ধি' হয় কিন্তু তা টিকেনি।

১৩. ১ম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি হয় ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর। দু'যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় প্রায় ২১ বছর।

١٥

امداد هندیاں هم از هند داده باشد
لاعلم ازیں که باشد آں جمله رائیگانه

١٦

آلاتِ برق پیما اسلاح حشربر پا
سازند اهل حرفه مشهور آں زمانه

١٧

باشی اگر بمشرق شنوی کلام مغرب
آید سرود غیبی بر طرز عرشیانه

١٨

دوالف وروس هم چیں مانند شهد شیریں
هر الف وجیم اولی هم الف ثانیانه

١٩

بابرق تیغ رانند کوه غضب دوانند
تا آنکه فتح یا بداز کینه وبهانه

১৫. হিন্দ্‌বাসী এই সমরে যদিও
সহায়তা দিয়ে যাবে
তার থেকে তারা প্রার্থিত কোন
সুফল[১৪] নাহিকো পাবে।

১৬. বিজ্ঞানীগণ এ লড়াইকালে
অতিশয় আধুনিক
করিবে তৈয়ার অতি ভয়াবহ
হাতিয়ার আণবিক।[১৫]

১৭. গায়বী ধ্বনির যন্ত্র বানাবে[১৬]
নিকটে আসিবে দূর
প্রাচ্যে বসেও শুনিতে পাইবে
প্রতীচীর গান-সুর।

১৮-১৯. মিলিত হইয়া 'প্রথম আলিফ'[১৭]
'দ্বিতীয় আলিফ'[১৮]দ্বয়
গড়িয়া তুলিবে রুশ-চীন সাথে
আঁতাত সুনিশ্চয়।
ঝাঁপিয়ে পড়িবে 'তৃতীয় আলিফ'[১৯]
এবং 'দু'জীম'[২০] ঘাড়ে
ছুঁড়িয়া মারিবে গযবী পাহাড়
আণবিক হাতিয়ারে।
অতি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতম
ধ্বংসযজ্ঞ শেষে
প্রতারণাবলে প্রথম পক্ষ
দাঁড়াবে বিজয়ী বেশে।

---

১৪. ভারতীয়রা বৃটিশ সরকারের প্রদত্ত যে সকল আশ্বাসের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের সহায়তা করেছিল, যুদ্ধের পর তারা তা বাস্তবায়িত করেনি।

১৫. মূল কবিতায় ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে 'আলাতে বরক' যার শাব্দিক অর্থ বিদ্যুৎ অস্ত্র, আমরা বিদ্যুৎ অস্ত্রের পরিবর্তে আণবিক অস্ত্র তরজমা করেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি বন্দরের উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে, এতে লাখ লাখ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। বিদ্যুৎ অস্ত্র বলে মূলত আণবিক অস্ত্রকেই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে।

১৬. গায়বী ধ্বনির যন্ত্র = রেডিও, টেলিভিশন।

১৭. প্রথম আলিফ = ইংল্যান্ড। ১৮. দ্বিতীয় আলিফ = আমেরিকা।

১৯. তৃতীয় আলিফ = ইটালী। ২০. দুই জীম = জার্মানী ও জাপান।

২০

این غزوه تابه شش سال ماندبد هر پیدا

پس مرد مان بمیرند هرجا ازین بهانه

২১

نصرانیان که باشند هندوستان سپا رند

تخم بدی بکا رند از فسق جاودانه،

২২

تقسیم هند گردد دردو حصص هو یدا

آشوب ور نج پیدا ازمکرواز بهانه

২৩

بے تاج پادشاهان شاهی کنندنادان

اجراکنند فرمان فی الجمله مهملانه

২৪

ازرشوت وتساهل دانسته ازتغافل

تاویل باب باشد احکام خسروانه

২০. জগত জুড়িয়া ছয় সালব্যাপী
এই রণে ভয়াবহ
হালাক হইবে অগণিত লোক
ধন ও সম্পদসহ।[২১]

২১. মহাধ্বংসের এ মহাসমর
অবসানে অবশেষে
নাসারা শাসক ভারত ছাড়িয়া
চলে যাবে নিজ দেশে।
কিন্তু তাহারা চিরকাল তরে
এদেশবাসীর মনে
মহাক্ষতিকর বিষাক্ত বীজ
বুনে যাবে সেই সনে।[২২]

২২. ভারত ভাঙ্গিয়া হইবে দু'ভাগ[২৩]
শঠতায় নেতাদের
মহাদুর্ভোগ-দুর্দশা হবে
দু'দেশেরি মানুষের।

২৩. মুকুটবিহীন নাদান বাদশা[২৪]
পাইবে শাসনভার
কানুন ও তার ফর্মান হবে
আজেবাজে একছার।

২৪. দুর্নীতি ঘুষ, কাজে অবহেলা
নীতিহীনতার ফলে
শাহী ফর্মান হবে পয়মাল
দেশ যাবে রসাতলে।

---

২১. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছয় বৎসরকাল স্থায়ী হয়।

২২. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু বুনে যায় এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে স্থায়ী শত্রুতার বীজ। সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা এমন পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি গ্রহণ করে যার জের আজও চলছে। এছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলোর ভারত বা পাকিস্তানের সাথে যোগদানের ব্যাপারে এমন সব কূট-কৌশল অবলম্বন করে, যার ফলে কাশ্মীর নিয়ে এ যাবত উভয় দেশের মধ্যে তিন-তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে এবং আরও মারাত্মক কিছু ঘটার আশঙ্কা বিরাজ করছে। এছাড়া উপমহাদেশের অঞ্চলে অঞ্চলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ইংরেজ রোপিত সে বিষবৃক্ষ মহীরূহ আকার ধারণ করছে।

٢٥

عالم زعلم نالاں داناز فہم گریاں
ناداں برقص عریاں مصروف والہانہ

٢٦

ازامت محمد(صـ) سرزد شوند بے حد
افعال مجرمانہ اعمال عاصیانہ

٢٧

شفقت بہ سرد مہری تعظیم دردلیری
تبدیل گشتہ باشد از فتنہ زمانہ

٢٨

ہمشیرہ بابرادر پسران ہم بہ مادر
پدران ہم بدختر مجرم بہ عاشقانہ

٢٩

حلت رود سراسر حرمت رود سراسر
عصمت رود برابر ازجبر مغویانہ

٣٠

بے مہرگی سراید بے پردگی درآید،
عفت فروش باطن معصوم ظاہرانہ

২৫. হায় আফসোস করিবেন যত
আলেম ও জ্ঞানীগণ
মূর্খ বেকুফ নাদান লোকেরা
করিবে আস্ফালন।

২৬. পেয়ারা নবীর উম্মতগণ
ভুলিবে আপন শান
ঘোরতর পাপ-পঙ্কিলতায়
ডুবিবে মুসলমান।

২৭. কালের চক্রে স্নেহ-তমীযের
ঘটিবে যে অবসান
লুণ্ঠিত হবে মানী লোকদের
ইয্যত সম্মান।

২৮. পশুর অধম হইবে তাহারা
ভাই-বোন, মা-বেটায়
জেনা-ব্যভিচারে হইবে লিপ্ত
পিতা আর কন্যায়।

২৯. উঠিয়া যাইবে বাছ ও বিচার
হালাল ও হারামের
লজ্জা রবে না, লুণ্ঠিত হবে
ইয্যত নারীদের।

৩০. নগ্নতা আর অশ্লীলতায়
ভরে যাবে সব গেহ
নারীরা উপরে সেজে রবে সতী
ভেতরে বেচিবে দেহ।

---

২৩. কংগ্রেসী নেতাদের একগুঁয়েমির কারণে হিন্দু-মুসলিম মিলনের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

২৪. পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অযোগ্য শাসকদের ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত।

٣١

دختر فروش باشند عصمت فروش باشند
مردان سفله طینت باوضع زاهدانه

٣٢

شوق نماز و روزه حج وزکوة وفطره
کم گردد وبرآید یك بارخاطرانه

٣٣

خون جگر نیوشم بارنج باتو گویم
للّه ترك گردان این طرز راهبانه

٣٤

قهر عظیم آید بهر سزاکه شاید
اجراء خدا بسازدیك حکم قاتلانه

٣٥

مسلم شوند کشته افتان شوندو خیزان
آزدست نیزه بندان یك قوم هندوانه

٣٦

ارزان شود برابر جائداد و جان مسلم
خون می شود روانه چون بحر بیکرانه

৩১. উপরে সাধুর লেবাস ভেতরে
পাপের বেসাতি পুরা
নারী দেহ নিয়ে চালাবে ব্যবসা
ইবলিস-বন্ধুরা।

৩২. নামায ও রোযা, হজ্জ-যাকাতের
কমে যাবে আগ্রহ
ধর্মের কাজ মনে হবে বোঝা
– দারুণ দুর্বিষহ।

৩৩. কলিজার খুন পান করে বলি
শোন হে বৎসগণ
খোদার ওয়াস্তে ভুলে যাও সব
নাসারার আচরণ।

৩৪. পশ্চিমা ঐ অশ্লীলতা ও
নগ্নতা বেহায়ামি
ডোবাবে তোদের, খোদার কঠোর
গযব আসিবে নামি।

৩৫. ধ্বংস, নিহত হবে মুসলিম
বিধর্মীদের হাতে
হবে নাজেহাল, ছেড়ে যাবে দেশ
ভাসিবে রক্তপাতে।

৩৬. মুসলমানের জান-মাল হবে
খেলনা– মূল্যহত
রক্ত তাদের প্রবাহিত হবে
সাগর স্রোতের মত।

٣٧

ازقلب پنج آبی خارج شوند ناری

قبضه کنند مسلم بر ملك غاصبانه

٣٨

بر عکس این برآید درشهر مسلمانان

قبضه کنند هندو بر شهر جابرانه

٣٩

شهر عظیم باشد اعظم ترین مقتل

صد کربلا چو کر بل باشد بخانه خانه

٤٠

رهبرز مسلمانان درپرده یارایناں

امداد داده باشد از عهد فاجرانه

٤١

این قصه بین العیدین ازش ون شرطیں

سازد هنود بدرا معتوب فی زمانه

৩৭. এর পর যাবে ভেগে নারকীরা
পাঞ্জাব কেন্দ্রের[২৫]
ধন-সম্পদ আসিবে তাদের
দখলে মুমিনদের।

৩৮. অনুরূপ হবে পতন একটি
শহর মুমিনদের
তাহাদের ধন-সম্পদ যাবে
দখলে হিন্দুদের।

৩৯. হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে
চালাইবে তারা ভারি
ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা
ক্রন্দন আহাজারি।

৪০. মুসলিম নেতা–অথচ বন্ধু
কাফেরের তলে তলে
মদদ করিবে অরিকে সে এক
পাপ-চুক্তির ছলে।

৪১. প্রথমে তাহার 'শীন' অক্ষর
থাকিবে বিদ্যমান
এবং শেষেতে 'নূন' অক্ষর
রহিবে বিরাজমান[২৬]
ঘটিবে তখন এসব ঘটনা
মাঝখানে দু'ঈদের[২৭]
ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক
যালিম হিন্দুদের।

---

২৫. পাঞ্জাব কেন্দ্র বলতে সম্ভবত কাশ্মীরকে বুঝানো হয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে পঞ্চনদের ভূখণ্ড বলতে কাশ্মীরকেও বুঝায়। **হিন্দু কতৃক অনুরূপ একটি শহর দখল হবে বলতে বাংলাদেশকেই চিন্তা করা হয়।**

২৬. আর এ দেশকে হিন্দুদের হাতে তুলে দিতে যে ব্যক্তি নেতৃত্ব দিবে তার নামের প্রথম অক্ষর 'শীন' এবং শেষ অক্ষর হবে 'নূন'। আর সে অনুযায়ী সেই ব্যক্তি হতে পারে 'শেখ মুজিবুর রহমান'; আল্লাহ্ ভাল জানেন। ভারতের সাথে আতাত এবং দেশকে নিয়ে ছলচাতুরি মূলত তার সময় থেকেই শুরু। আর তার দ্বারা প্রভাবিত দল বা লোকেরাই আজ এ দেশকে হিন্দু তথা ভারতের হাতে তুলে দিতে উদ্যত।

২৭. দ্বিতীয় শর্ত ঃ সময়টি হতে হবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার মধ্যবর্তীকাল। এই শর্ত দু'টি একসাথে যখন পাওয়া যাবে, তখন মুসলমানদের চরম বিপর্যয় ঘটবে। পরবর্তী এক মুহররম মাসে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হবে।

٤٢

ماه محرم آید با تیغ با مسلمان
سازند مسلم آندم اقدام جارحانه

٤٣

بعد آں شود چوشورش در ملك هند پیدا
عثمان نماید آندم اك عزم غازیانه

٤٤

نیز آن حبیب الله صاحبقران من اللّٰه
گیردز نصرة الله شمشیر از میانه

٤٥

ازغازیان سرحد لرزدزمین چو مرقد
بهر حصول مقصد آیندو الهانه

٤٦

غلبه کنند همچو مورو ملخ شباشب
حقا که قوم افغان باشند فاتحانه

٤٧

یکجا شوند افغان هم دکنیان وایران
فتح کنند اینان کل هند غازیانه

৪২. মুহররম মাসে হাতিয়ার হাতে
পাইবে মুমিনগণ
ঝঞ্ঝার বেগে করিবে তাহারা
পাল্‌টা আক্রমণ।

৪৩. সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যাপিয়া
প্রচণ্ড আলোড়ন
'উসমান' এসে নিবে জিহাদের
বজ্র কঠিন পণ।

৪৪. 'সাহেবে কিরান'[২৮]–হাবীবুল্লাহ
হাতে নিবে শম্‌সের
খোদায়ী মদদে ঝাঁপিয়ে পড়িবে
ময়দানে যুদ্ধের।

৪৫. কাঁপিবে মেদিনী সীমান্ত বীর
গাযীদের পদভারে
ভারতের পানে আগাইবে তাঁরা
মহারণ হুঙ্কারে।

৪৬. পঙ্গপালের মত ধেয়ে এসে
এসব 'গাযীয়ে-দীন'
যুদ্ধে জিনিয়া বিজয় ঝাণ্ডা
করিবেন উড্‌ডীন।

৪৭. মিলে একসাথে দক্ষিণী ফৌজ
ইরানী ও আফগান
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা
আনিবে হিন্দুস্তান।

২৮. "সাহেবে কিরান"=শনি ও বৃহস্পতি গ্রহ অথবা শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহের একই রৈখিক কোণে অবস্থানকালীন সময়ে যে যাতকের জন্ম অথবা এ সময়ে মাতৃগর্ভে যে যাতকের ভ্রূণের সঞ্চার ঘটে, তাকে বলা হয় "সাহেবে কিরান" বা সৌভাগ্যশালী। মুসলিম ফৌজের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করবেন এমন এক সাহেবে কিরান যার নাম হবে হাবীবুল্লাহ।

٤٨

کشته شوند جمله بد خواه دین وایمان
خالق نماید اکرام از لطف خالقانه

٤٩

ازگ شش حروفی بقال کینه پرور
مسلم شود بخاطر ازلطف آن یگانه

٥٠

خوش می شود مسلمان از لطف وفضل یزدان
کل هند پاك گردد ازرسم هندوانه

٥١

چون هندهم بمغرب قسمت خراب گردد
تجدیدیاب گردد جنگ سه نوبتانه

٥٢

کا هد الف جهان که نقطه زونماند
إلاکه نام ویادش باشد مؤرخانه

٥٣

تغریر غیب یابد مجرم خطاب گیرد
دیگر نه سرفراز وبر طرزراهبانه

৪৮. বরবাদ করে দেয়া হবে দীন
ঈমানের দুশমন
অঝোর ধারায় হবে আল্লা'র
রহমাত বরিষণ।

৪৯. দীনের বৈরী আছিল শুরুতে
ছয় হরফেতে নাম
প্রথম হরফ গাফ,[২৯] সে কবূল
করিবে দীন ইসলাম।

৫০. আল্লা'র খাস রহমাতে হবে
মুমিনেরা খোশদিল
হিন্দু রসুম-রেওয়াজ এ ভূমে
থাকিবে না একতিল।

৫১. ভারতের মত পশ্চিমাদেরো
ঘটিবে বিপর্যয়
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে
ঘটাইবে মহালয়।

৫২. এই রণে হবে 'আলিফ'[৩০] এরূপ
পয়মাল মিস্‌মার
মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু
নামটি থাকিবে তার।

৫৩. যত অপরাধ তিল তিল করে
জমেছে খাতায় তার
শাস্তি উহার ভুগতেই হবে
নাই নাই নিস্তার।
কুদরতী হাতে কঠিন দণ্ড
দেয়া হবে তাহাদের
ধরা বুকে শির তুলিয়া নাসারা
দাঁড়াবে না কভু ফের।

---

২৯. ছয় অক্ষরবিশিষ্ট একটি নাম, যার প্রথম অক্ষরটি হবে 'গাফ' এমন এক হিন্দু বণিক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম পক্ষে যোগদান করবেন। তিনি কে, তা এখনও বুঝা যাচ্ছে না।

৩০. 'আলিফ' = ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা অথবা উভয় দেশ হতে পারে।

৫৪

دنیا خراب کرده باشند بے ایمانان

گیرند منزل آخر فی النار دوزخانه

৫৫

راز یکه گفته ام من درّیکه سفته ام من

باشد برائے نصرت استاد غائبانه

৫৬

عجلت اگر بخواهی نصرت اگر بخواهی

کن پیروی خدارا احکام قد سیانه

৫৭

چوں سال بهتری ازکان زهوقا آید

مهدی خروج سازد در مهد مهدیانه

৫৮

خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش

درسال کنتُ کنزاً باشد چنیں بیانه

৫৪. যেই বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস
করিল আপন কামে
নিপতিত হবে শেষকালে সেই
নিজেই জাহান্নামে।

৫৫. রহস্যভেদী যে রতন হার
গাঁথিলাম আমি তা-যে
গায়বী মদদ লভিতে, আসিবে
উস্তাদসম কাজে।

৫৬. অতিসত্বর যদি আল্লা'র
মদদ পাইতে চাও
তাঁহার হুকুম তামিলের কাজে
নিজকে বিলিয়ে দাও।

৫৭. 'কানা যাহুকার'[৩১] প্রকাশ ঘটার
সালেই প্রতিশ্রুত
ইমাম মাহদী দুনিয়ার বুকে
হবেন আবির্ভূত।

৫৮. চুপ হয়ে যাও, ওহে 'নিয়ামত'
এগিয়ো না মোটে আর
ফাঁস করিও না খোদার গায়বী
রহস্য-আসরার।

এ কাসীদা বলা করিলাম শেষ
'কুনতু কানযান'[৩২] সালে
অদ্ভুত এই রহস্য গাঁথা
ফলিতেছে কালে কালে।

---

৩১. 'কানা যাহুকা' পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের ৮১ নং আয়াতের শেষাংশ। যার অর্থ- 'মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য'। পূর্ণ আয়াতটির অর্থ ঃ 'সত্য সমাগত হল, মিথ্যা বিলুপ্ত হল, মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য'। যখন মিথ্যার বিনাশকাল উপস্থিত হবে, তখনই আভির্ভূত হবেন হযরত ইমাম মাহদী (আ)।

৩২. "কুনতু কানযান সাল" অর্থাৎ হিজরী ৫৪৮ সাল, মুতাবিক ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে কাসীদার রচনাকাল। এটা আরবী হরফের মান অনুযায়ী সাংকেতিক হিসাব। আরবী হরফে মান অনুযায়ী কাফ=২০+নুন=৫০+তা=৪০০+কাফ=২+নুন=৫০+যা=৭ আলিফ=১ মোট ৫৪৮।